দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

পাশের খাতায় শূন্য কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১ সলের বিএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৪৭ জন। পাশের হার ৪৪·২০%। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০৩৫৯।

আগে বিএসসিতে প্রথম ভিভাগ পাওয়া তেমন কঠিন ছিল না। এখনও নেই। তবু তেমন যেন সংখ্যা বাড়েনি। এবার প্রথম বিভাগে পেয়েছে। ৭৮ জন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬৮৬। পাসের হার ৪৭·৫২%।

তবে পরীক্ষার কৌলাণ্য বজায় আছে বিকমএ। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৯৫৬। পাশের হার ৪৪·৮৮% ভাগ। প্রথম বিভাগে মাত্র ৩৫ জন।

এর আবার বীপরীত কাহিনীত আছে। কাহিনী হচ্ছে পাসের খাতায় শূন্য। এ ব্যাপারেও কৌলাণ্য বিকম–এ। ১৯৯১ সালের বিকম পরীক্ষার ২৫টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি।

এই ২৫টি কলেজের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৯৫। সাতটি কলেজ থেকে একজন করে, তিনটি কলেজ থেকে দুজন করে আর ১৫টি কলেজ থেকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিন থেকে বার। এর মধ্যে সরকারী কলেজ ছ'টি।

বিএ পরীক্ষায় পাশের খাতায় শূন্য আছে তিনটি কলেজে। এ দুটি কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭। এই তিনটি কলেজের মধ্যে দুটি কলেজই মাত্র কয়েক বছর পূর্বে জাতীয়করণ করা হয়েছে।

তবে বিএসসি কোন পরীক্ষার্থীই পাস করেনি মাত্র একটি কলেজ থেকে। সে কলেজটিও সরকারী।

অর্থাৎ পরীক্ষার পাসের খাতায় শূন্য ফলাফল করেছে ২৯টি কলেজ। এই তালিকায় আছে রাজধানী ঢাকার মাত্র একটি কলেজ। জেলা শহরের মাত্র তিনটি। বাদবাকী মফস্বল এলাকায়।

এ ঘটনা কিন্তু নতুন নয়। ঘটছে বছরের পর। এ ঘটনা যেন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাধির মতন। নিরাময়ের কোন ব্যবস্থাই যেন নেয়া হচ্ছে না। পাস ফেলের চিত্র দেখে মনে হবে বিকম পাস করা বড্ড কঠিন। মোটামুটিভাবে রাজধানীর ঢাকায় লেখাপড়া ভাল হয়। কারণ বিকম পরীক্ষায় কেউ পাস করেনি রাজধানীতে এমন কলেজের সংখ্যা মাত্র একটি।

নির্মল সেন

সত্যি সত্যি বিকম পাস করা কি এমন কঠিন। আমি নিজেই দেখছি বৃহত্তর বরিশাল জেলার একটি কলেজে বছরের পর বছর কেউ বিকম–এ পাস করছে না। এবার ফলাফলের খাতায় লেখা অসমপূর্ণ। কলেজটি সরকারীকরণ হয়েছে কয়েক যুগ পূর্বে।

তাহলে ব্যাপারটা কি। ঐ কলেজে কি কোন লেখাপড়া হয় না। বা ঐ কলেজে কি পড়াবার মত কোন শিক্ষক নেই। নতুন গঠিত জেলা শহরটিতে তেমন হুর হাঙ্গামা আছে বলে জানা নেই। অথচ বছরের পর বছর বিকম পরীক্ষায় কোন ছাত্র পাস করছে না।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা খতিয়ে দেখা হয়নি। সরকারী কলেজ বেতন ভাতা যথারীতি পাওয়ার পর। তদ্বির করে বদলী হওয়ার পর বা বদলী ঠেকানর পর। কলেজে পড়াশুনা হোক বা না হোক পদোন্নতি থেমে থাকে না। সুতরাং সরকারী মাল দবিয়া সে ঢাল–যেন নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি কলেজটির নাম করছি না। বৃহত্তর বরিশাল জেলায় এই কলেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় এ লেখা থেকে নিজেদের চিনতে পারছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ না বুঝবেন তেমন নয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় এর বিপরীত চিত্র আছে আর একটি কলেজ। এ কলেজটিরও নাম নেব না। কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়েছে ১৯৮৮ সালে। পড়ান হয় আইএ, আইএসসি, আইকম, বিএ, বিকম। এ কলেজ থেকে এবার বিকম–এ একজন পরীক্ষার্থী ছিল। বিএ তে ছিল ২০ জন। নিজগুণে পরীক্ষায় কেউই উত্তীর্ন হতে পারেনি।

এ কলেজটির এই হাল চলছে দীর্ঘদিন। কোন বিষয়ে সঠিক কোন শিক্ষক নেই। শূন্য পদের অভাব নেই। পড়াশুনা ব্যতীত সব কিছু নিয়মিত এই কলেজটিতে।

তবে এই কলেজেও একটি আশ্চর্য জনক ঘটনা আছে। অবাক করে দেয়ার মত ঘটনা। এই কলেজে আইএসসি পড়ান হচ্ছে কলেজের জন্মলগ্ন থেকে। আইএসসিতে পদার্থ বিদ্যা একটি বিষয় আছে। এই বিভাগের কোন শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন থেকে। তবে এই বিষয়ে অকৃতকার্য হয় এমন ছাত্রের সংখ্যা কম।

কলেজে পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক নেই। কোনদিন ক্লাস হয় না। অথচ পদার্থ বিদ্যা নিয়ে ছাত্র ভর্তি হয়। পরীক্ষা দেয়। বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করে।

খবরটি পুরান। জানেন বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাতে এই বিষয়ে পড়াবার অনুমোদন থাকে। এ কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কেন দেয়া হয় বলতে পারেন বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে আমার কথা যে এ কলেজে আইএসসি পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যা নিয়েই পাস করে যাচ্ছে ছাত্ররা বছরের পর বছর।

আর সর্বশেষ খবর হচ্ছে এ কলেজ সরকারী হওয়ার পরও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষকের জন্য কোন মঞ্জুরী নেই। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এ মঞ্জুরী নিতে হবে। এবং কাজটি সহজ হবে তেমনও নয়। পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক আসবে অনেক পরে। মাঝখানে কাজ চালিয়ে নিতে হবে জোড়া তালি দিয়ে। কখনো অংকের শিক্ষক আবার কখনো হয়ত রসায়নের শিক্ষক ঠেকা দেবে পদার্থ বিদ্যার ক্লাসে। এমনি করেই চলছে অসংখ্য কলেজের শিক্ষাদান। সে পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার ফল ভাল হচ্ছে না তা বলবার অবকাশ কোথায়।

উল্লেখ্য দু'টি কলেজ সরকারী কলেজ। এ কলেজে বেতনের ঝামেলা নেই। চাকরীর নিরাপত্তা আছে। মোটা মুটি বেঁচে থাকার পরিবেশ আছে। তবুও এ কলেজের খবরও সুখকর নয়।

এরপরে আসে গ্রাম মফস্বলের অন্যান্য কলেজের কথা। দেশ স্বাধীন হবার পর একটি বিশেষ পরিবেশে অসংখ্য কলেজ গড়ে উঠেছিল। সেদিনের অনেক কলেজই নেই। তবে অনেক শিক্ষক আছে। তাদেরও সমস্যা আছে। আবার অনেক কলেজ বাঁচার চেষ্টা করছে। বাচাঁর পথটাও ভাল নয়। অনেক কলেজ এক সময় বাচাঁর চেষ্টা করেছিল কলেজে কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে। কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকলে ছাত্র ভর্তি হয় না। বেতন পাওয়া যায় না। কিন্তু তেমন করেও বাচাঁ যায় নি। পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে নতুন নিয়ম হয়েছে। উঠে গেছে অনেক পরীক্ষা কেন্দ্র। সাথে সাথে বন্ধ হয়েছে কলেজের দুয়ার। ঘটনাটি দুঃখজনক। লজ্জাজনক। তবুও সত্যিকারের এটাই চিত্র। এটাই আমাদের শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা। এরপরেই দাবী উঠেছে সকল কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ সকল শিক্ষক জীবনের নিরাপত্তা চায়।

নিরাপত্তা চাচ্ছেন চাকরির। এ ব্যাপারেই বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী শিক্ষার সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন শিক্ষাখাতে অধিক বরাদ্দের কথা। প্রতিটি থানায় একটি কলেজকে সরকারীকরণের কথা।

আমাদের কলেজ শিক্ষার সমস্যাটা এখানে। চিত্রও এই। জানি ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল দেখে অনেকেই ক্ষুব্ধ হবেন। নিশ্চয়ই বলবেন কিছু কিছু কলেজের অনুদান বন্ধ করার কথা। কিছু কিছু কলেজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা। তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই। তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েই বলব ঘটনাটি সামগ্রিক ভাবে দেখতে হবে। মূল্যায়ন করতে হবে দেশ স্বাধীন হবার পর গড়েউঠা কলেজের ইতিহাস। আজকে সারা দেশের কলেজের প্রকৃত চিত্র। দেখতে হবে কলেজগুলির শিক্ষকের হাল কি। আর্থিক পরিস্থিতি কি? আমার বিশ্বাস খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ কলেজে শিক্ষার পরিবেশ নেই। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জাম নেই। আর বেসরকারী কলেজে প্রায় সকল ব্যয়ই অনুদান নির্ভর। বড় বেশী অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

আর সরকারী কলেজে আছে ভিন্নতর পরিস্থিতি। বছরের পর বছর শিক্ষকের পদ শূন্য থেকেছে। আদি সরকারী কলেজে ও জাতীয়কৃত কলেজের বৈষম্য এখনও দুর হয়নি। এদের পদোন্নতি এবং সুযোগ সুবিধা নিয়ে দ্বন্দ্ব এখনও প্রকট এবং দুঃখজনক। সুযোগ–সুবিধা পাবার এবং বৃদ্ধির আন্দোলন শিক্ষাকে করেছে গৌণ। শিক্ষার পরিবেশকে করেছে বিপর্যস্ত। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে। তাই সব কিছু ভেবেচিন্তে নিতে হবে। হঠাৎ করে কোন কিছু করা ঠিক হবে না। দীর্ঘ দিনের জঞ্জাল সরাতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। সে সময় দিতেই হবে।

তবে পরীক্ষার ফলাফলের খাতায় শূন্যের হিসাব নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এবারের পরীক্ষায় ২৫টি কলেজ থেকে বিকম–এ কেউ পাশ করেনি। বিকম পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রতিবছরই ঘটছে। এ অবস্থা চলতে পারে না। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ব্যাপারে বিলম্বের কোন অবকাশ নেই। বিকম পাস করা কি এতই কঠিন। কেন কঠিন। শিক্ষকেরা কি বলেন। এ অকৃতকার্যতার দায়িত্ব ইচ্ছে হলেই তারাও এড়াতে পারেন না।